দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JUN 1987

পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলা থেকে ২টি স্কুল এই কর্মসূচীতে নেয়া হবে। এই পদক্ষেপ উপরোক্ত স্কুলগুলির কেবল আর্থিক অবস্থাই নয়, শিক্ষার মান উন্নয়নেও সহায়ক হবে, এই বিশ্বাস অমূলক নয়।

আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষার মানে বাঞ্ছিত তো দূরের কথা, উল্লেখযোগ্য তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। স্কুল ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, শুধু বাড়েনি শিক্ষার মান, অনুকূল হয়নি শিক্ষার পরিবেশ।

বর্তমান সরকার শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ছে। জাতির জন্য কালোপযোগী ও প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে, স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে, বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের একটা বড় অংশ বহন করছেন সরকার। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জোর প্রচেষ্টা চলছে। এসব ব্যবস্থা শিক্ষা উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

দেশের বর্তমান বাস্তবতায় প্রাথমিক স্কুলের জাতীয়করণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ, এ ব্যবস্থা হলে স্কুলের উন্নতি হবে, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য সুন্দর স্কুলঘর, প্রয়োজনীয় টুল, টেবিল এবং শিক্ষাদানের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যেমনি দরকার, তেমনি আবশ্যক সন্তুষ্ট চিত্ত ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমন্ডলীও। প্রাথমিক স্কুলগুলি জাতীয়করণ হলে এসব শর্ত পূরণ হবে। তবে প্রাথমিক স্কুলের বাহ্যিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার উন্নতিও নিশ্চিত হওয়া দরকার। স্কুলগুলি উন্নতির জন্য শুধু টাকা পয়সা দিলেই চলবে না, স্কুলগুলিতে লেখাপড়া যথাযথভাবে চলছে কিনা, সেই খোঁজ-খবরও নিতে হবে নিয়মিতভাবে। স্কুলগুলির অর্থপূর্ণ পরিদর্শনের ব্যবস্থা অবশ্যই বাড়াতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে লেখাপড়া যথাযথভাবে চলার। মাঝপথে ছাত্রছাত্রী ঝরা (ড্রপ আউট) যতদূর সম্ভব রোধ করতে হবে। দেশের প্রাথমিক পর্যায়ে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রম প্রচলিত থাকা আমাদের উন্নয়নশীল দেশের জন্য একান্ত জরুরী। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত হোক এবং শিশুদের মেধা বিকাশে সহায়ক হোক, এই আমাদের কাম্য।